ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 133 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮৯ ● কলকাতা ● ১১ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● বুধবার ● ২৯ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

১০০ দিনের বকেয়া টাকা দ্রুত মিটিয়ে না দিলে কেন্দ্র-রাজ্যের সংঘাত অবধারিত

বেবি চক্রবর্ত্তী

কলকাতা:- সাম্প্রতিককালে আদালতের প্রায় অধিকাংশ রায় রাজ্যের বিরুদ্ধে গেলেও ১০০ দিনের বকেয়া টাকা নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট সোমবার কেন্দ্রেরকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, দ্রুত বকেয়া টাকা দিতে হবে ও আবার ১০০ দিনের কাজ শুরু করতে হবে। এই পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রেরকে প্রথম ধাক্কা দিলো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন উঠেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ যদি না মানে কেন্দ্র? এই প্রশ্নও তৈরি হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। অবশ্য একাংশের মতে, তাতে বিপদ বাড়বে তাঁদেরই। জুড়ে যাবে অবমাননা মামলা। তবে এমন পরিস্থিতি যদি সত্যিই তৈরি হয়, তার জন্যও কৌশল তৈরি করে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। জয়ের আবহেই বড় আন্দোলনের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বঞ্চনার সুরকেই জিইয়ে রেখে নিজের সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন,

এরপর ৪ পাতায়

পর্ব 95

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যা প্রকাশিত, তা দেখতে পারি। যা প্রকাশমান, তা দেখতে পারি। মানে চোখ সব কিছু দেখার জন্য পর্যাপ্ত নয়। চোখ ছাড়া দেখার জন্য আলোর দরকার হয়। আলো ছাড়া শুধু চোখ কোন কাজের নয়। আলো হলেও চোখের নিজের এক সীমা আছে। ঐ সীমার মধ্যেই কোন বস্তু আসলে চোখ দেখতে পারে। ঐ সীমার বাইরে কোন বস্তু চোখ দেখতে পারে না। মানে আলো থাকলে চোখ নিজের সীমাতে আসা বস্তু দেখতে পারে আর বস্তুর জ্ঞান মস্তিষ্ককে দেয়। যদি ঐ বস্তু আগেই দেখে থাকে, তাহলে ঐ চোখ থেকে প্রাপ্ত চৈতন্যের জ্ঞান থেকে মস্তিষ্ক জেনে যায় যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা কি।

ক্রমশঃ

৮ কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে আটকে প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১০০ দিনের কাজের মামলায় জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকশিবিরকে সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে বড় স্বস্তি। কেন্দ্রের আর্জি খারিজ করে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে দেওয়া কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকেই মান্যতা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। একাংশ বলছেন, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই নির্দেশ তৃণমূলের হাতে বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার তুলে দিল।ওখানে ৭১ কোটি টাকার দুর্নীতি। একই ভাবে, কেন্দ্রীয় সরকারের এমআইএস পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী উত্তর প্রদেশে প্রায় ৪৯ কোটি টাকার অপব্যবহার হয়েছে। এই টাকা কীসের? ১০০ দিনের কাজের। উত্তর প্রদেশ একা নয়, আরও কয়েকটা রাজ্য রয়েছে। বিহারে ১৭ কোটি ৭৬ লক্ষ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্র ১৫ কোটি ২ লক্ষ কোটি টাকা অপব্যবহার হয়েছে। আর এই সবটাই ঘটেছে গত চার বছরে।'যা তাঁদের ডিভিডেন্ড দিতে পারে ভোটের ময়দানেও। সোমবার সেই জয়ের আবহেই সাংবাদিক সম্মেলনে বসেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সেই বৈঠক থেকে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়ার খতিয়ান তুলে ধরেছেন তিনি। শাসক শিবিরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিন বছরেই কেন্দ্রের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে রাজ্যের। তারা জানিয়েছে, ২০২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য ৫০ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা। এছাড়াও, ২০২২ সালের আগে পর্যন্ত বকেয়া রয়েছে ৬ হাজার ৯১৯ কোটি টাকা। জয়ের আবহেও ১০০ দিনের কাজ নিয়ে করা আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছে তৃণমূল।

সোমবার রাতেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, 'কেন্দ্র যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া মঞ্জুর না করে তা হলে বাংলা আবার দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে।' অর্থাৎ দিল্লির বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া প্রতিবাদকে এখানেই ক্ষান্ত করতে চান না তিনি। একই সুর পঞ্চায়েতমন্ত্রীরও। সাংবাদিক সম্মেলন থেকেই তিনি স্মরণ করেছেন, কীভাবে দিনের পর দিন আন্দোলন চলেছে। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ব্যাকফুটে পড়তে হয়েছে তাঁদের, মার খেতে হয়েছে সাধারণ ১০০ দিনের 'বঞ্চিত' কর্মীদের।

এদিন প্রদীপ মজুমদার আরও বলেন, 'এই সময়কালে রাজ্যের ১৯টি জেলাতে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল ঘুরে গিয়েছিল। তারা জানিয়েছিল, ৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রথাগত ভাবে (বেনিয়ম ও অপব্যবহার) খরচ হয়নি। এই গোটা টাকাটা উদ্ধার করতে হবে। পরে আমরা হিসাব করে জানতে পারি, আরও ২ কোটি টাকা প্রথাগত ভাবে খরচ হয়নি।

তা হলে সব মিলিয়ে ৮ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াচ্ছে।' ১০০ দিনের টাকা নিয়ে নয়ছয়ের অভিযোগে বারংবার ব্যাকফুটে পড়তে হয়েছে রাজ্যকে। অবশ্য পঞ্চায়েতমন্ত্রীর কথায়, বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই নয়ছয় আরও বেশি। মঙ্গলবার বিজেপির দিকে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'গুজরাটের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর ছেলে জেলে গিয়েছেন। ক'টা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়েছে?

শমীকের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে চূড়ান্ত তালিকা! নভেম্বরেই বিজেপির নয়া কমিটি ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ছাব্বিশের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বঙ্গ বিজেপির নয়া কমিটি প্রায় চূড়ান্ত। পদাধিকারী কারা হতে চলেছে, কাদেরই বা ডানা ছাঁটা হচ্ছে, সেই নামও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, তাতে প্রাধান্য পেয়েছে বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের পছন্দই। নভেম্বরের শুরুতে বঙ্গ বিজেপির নতুন কমিটি ঘোষণা হবে বলে জানিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য।সূত্রের খবর, আরএসএসও এবার শমীকের মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে। জানা গিয়েছে, মহিলা মোর্চা, যুব মোর্চা-সহ বহু মোর্চা সভাপতি বদল হচ্ছে। পুরনো সাংসদ-নেত্রী আবার মহিলা মোর্চার দায়িত্ব নিতে পারেন। সাধারণ সম্পাদক পদে তিনজন বাদ পড়ছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। পুরনো-নতুন এক সমন্বয় করার চেষ্টা হয়েছে কমিটিতে। তবে নতুন সভাপতির ঘনিষ্ঠ হয়ে কেউ কেউ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করলেও তা কতটা সফল হবে, সেটা কমিটি ঘোষণার পরই স্পষ্ট হবে।তবে রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর নতুন কমিটি গঠনে এত দেরি হওয়া নিয়ে শমীককে নিয়ে কিছুটা সমালোচনা শুরু হয়েছে।

প্রায় চারমাসের টানাপোড়েনের পর অবশেষে চূড়ান্ত হয়েছে বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি। দলের অন্দরে মতান্তর সরিয়ে বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর পছন্দ, মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, কে কে বাদ যাবেন, কে কে নতুন আসবেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলেছে। বিদায়ী কমিটিতে 'বিতর্কিত' হয়ে ওঠা অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন নিজেদের দাপট অব্যাহত রাখার। তাঁদেরও রেখে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর 'জেদ' তাঁদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আর শেষপর্যন্ত বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব নতুন সভাপতির মতামতকেই প্রধান্য দিয়েছেন। ফলে পদ খোয়াতে হচ্ছে অনেককেই।

জ্ঞানেশ কুমারকে 'ওয়ার্নিং' অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কখনো বলছেন, 'ঘেরাও করবেন', কখনো আবার বলছেন, 'যেখানেই থাকুন খুঁড়ে বের করে নিয়ে আসব'। গতকাল অর্থাৎ সোমবার এসআইআর (SIR) ঘোষণার পরেই মুখ্য নির্বাচনে আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারকে কার্যত একহাত নিলেন ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'একহাত' বলা ভুল। বলা ভাল, একেবারে 'ওয়ার্নিং' দিয়ে বসলেন তিনি।তখন যেখানে থাকবেন খুঁড়ে নিয়ে আসব। জবাবদিহি মানুষের কাছে দিতে হবে। আপনার অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে। সময় মতো সব মানুষের কাছে উপস্থাপিত করব।" এখানেই শেষ নয়, তিনি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে এই বাংলায় অতিথি হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

বলেছেন, "আমি বলব জ্ঞানেশকুমার কবে বাংলায় এসেছেন? অতিথি হয়ে আসুন। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে এক করবেন না। ইতিহাস পড়ুন এখানকার। বাংলা না থাকলে SIR নিয়ে প্রথম থেকেই সরব ছিল শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী। বারেবারে তাঁদের বলতে শোনা গিয়েছে, বাংলায় একজন বৈধ নাগরিকের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। আজ দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতেও একই সুর। একই ভঙ্গিতে একবার নয়, একাধিকবার বললেন, বৈধ নাগরিকের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না কমিশনকে।

এমনকী, নির্বাচন কমিশনের অফিসও ঘেরাও করবেন তাঁরা। আজ তৃণমূল ভবনে বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক। প্রথম থেকেই একেবারে ঢাল-তরোয়াল নিয়ে কার্যত কমিশনের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধে' নামেন তৃণমূল সাংসদ। সর্বপ্রথম প্রশ্ন তোলেন, অসমে কেন SIR হচ্ছে না?

সেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে বলেই কি SIR হচ্ছে না? এমনকী, ভারতের ম্যাপ খুলে রাজ্যগুলির অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের স্পষ্ট বক্তব্য, অসমেও বাংলাদেশের বর্ডার আছে। তাহলে শুধু বাংলাতেই কেন SIR?

তিনি বলেন, "যে পাঁচটা রাজ্যে ভোট আছে, খুব কৌশলের সঙ্গে অসমকে বাদ দিয়েছে। কারণ বিজেপি ক্ষমতায় আছে। তাহলে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে SIR হবে না।" এরপর এই এসআইআর-এর পিছনে কমিশনের 'অভিসন্ধি' কী রয়েছে সেটাও কার্যত স্পষ্ট করে দেন তৃণমূল সাংসদ। বলেন, "আসলে ওদের উদ্দেশ্য বাংলাকে অপমান, বাংলা ভাষাকে বিদ্রুপ, বাঙালিকে বাংলাদেশি বেল দাগানো।

আগেও বলেছি, একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বাংলার এক লক্ষ লোক গিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করবে। অমিত শাহের দিল্লিপুলিশ আটকে দেখাক।" তাঁর অভিযোগ, আসলে বিজেপি হারবে সেই কারণেই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অভিষেক বলেন, "SIR হওয়ার পরও তৃণমূলের যা ভোটের আসন ছিল একুশে তা একটা হলেও বাড়াব। কমার জায়গায় নেই। বিজেপিকে পঞ্চাশে নামাব। ক্ষমতা থাকলে চ্যালেঞ্জ নিন। আর এসআইআর হওয়ার পর যদি হারে, তারপর বিজেপি নেতারা সাংবাদিক বৈঠক করে বলুন, আমরা দুলক্ষ কোটি টাকা বকেয়া ছেড়ে দেব। নাহলে আপনারা যা বলবেন তাই করব।" এরপরই একদম সরাসরি আক্রমণ শানান জ্ঞানেশ কুমারকে।

চন্দননগরের বড়বাজার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি ৬৩ তম বর্ষে পদার্পণ – ২০২৫ উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবী: উজ্জ্বল চক্রবর্তী

বেবি চক্রবর্তী:চন্দননগর, হুগলি

হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী শহর চন্দননগর, যার প্রতিটি অলিতে-গলিতে মিশে আছে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং শিল্পের অনন্য ছোঁয়া। সেই শহরেরই এক গর্বের নাম বড়বাজার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি, যা এ বছর তার ৬৩ তম বর্ষে পদার্পণ করল ২০২৫ সালে।

এই পূজা চন্দননগরের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় জগদ্ধাত্রী পূজাগুলির মধ্যে একটি। প্রতি বছরই এই পূজা নতুন ভাবনা, সৃজনশীলতা এবং সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পরিচিতি পায়।

এ বছরের পূজোর থিম – "লোকজ শিল্পের মহিমা", যা শিল্পী মলয় শুভময় এবং মৃৎশিল্পী গোবিন্দ পাল-এর সৃজনশীল ভাবনায় প্রাণ পেয়েছে। এই থিমের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ লোকজ শিল্প, মাটির কাজ এবং ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটানো হবে।

সাজসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন প্রতিভাবান শিল্পী প্রসাদ ঘোষ, আর পথ আলোকসজ্জা-র কাজ করছেন দিব্যেন্দু বিশ্বাস (চিকু)। শোভাযাত্রা-ও হবে যথাযোগ্য জাঁকজমকপূর্ণ, যা চন্দননগরের ঐতিহ্যবাহী আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করবে।

এবারের পূজার সপ্তমিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী, বাঁশবেড়িয়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

নাগাল্যান্ডে এসডিআরএফ - এর জন্য কেন্দ্রীয়ভাগের দ্বিতীয় দফার ২০ কোটি টাকা অনুমোদনের অগ্রিম ছাড়পত্র দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ ২০২৫ – ২৬ এর জন্য নাগাল্যান্ডে এসডিআরএফ – এর জন্য কেন্দ্রীয়ভাগের দ্বিতীয় দফার ২০ কোটি টাকার অগ্রিম ছাড়পত্রের অনুমোদন দিয়েছেন। এ বছর দক্ষিণ – পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল বর্ষণজনিত ভূমিধস, হড়পা বানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অবিলম্বে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছতে রাজ্যকে এই সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহের নির্দেশিত পথে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে রাজ্য সরকারগুলির পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে আসছে।

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ২৭টি রাজ্যকে এসডিআরএফ – এর অধীন ইতোমধ্যেই ১৫ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা দিয়েছে এবং এনডিআরএফ – এর অধীন ১৫টি রাজ্যকে ২২৬৭.৪৪ কোটি টাকা দিয়েছে। এছাড়াও, রাজ্য দুর্যোগ প্রশমন তহবিল (এসডিএমএফ) থেকে অতিরিক্ত ৪৫৭১.৩০ কোটি টাকা ২১টি রাজ্যকে এবং জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন তহবিল (এনডিএমএফ) – এ ৯টি রাজ্যকে ৩৭২.০৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, কেন্দ্রীয় সরকার যাবতীয় লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছে। যার মধ্যে রয়েছে – প্রয়োজনীয় এনডিআরএফ দল মোতায়েন ছাড়াও সেনাদল এবং আকাশভাঙা বৃষ্টি, ভূমিধস ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলিকে বায়ু সেনার সাহায্য। এ বছর বর্ষায় এনডিআরএফ – এর সর্বোচ্চ ১৯৯টি দল ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে মোতায়েন করা হয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠারোতম পর্ব)

পারি।

" প্রসঙ্গত, চার লাইনে ভাঙা এই মন্ত্রটির প্রতিটি লাইনে আটটা চিহ্ন রয়েছে, যা উচ্চারণ করার সময় সারা শরীরজুড়ে একটা কম্পন ছড়িয়ে পরে। এই কম্পনই শরীরে ভেতরে থাকা হাজারো ক্ষতকে নিমেষে সারিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মন্ত্রটি। আধুনিক কালে এই মন্ত্রটিকে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে মন্ত্রটি পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের অন্দরে থাকা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

১০০ দিনের বকেয়া টাকা দ্রুত মিটিয়ে না দিলে কেন্দ্র-রাজ্যের সংঘাত অবধারিত

'কেন্দ্র যদি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া মঞ্জুর না করে তা হলে বাংলা আবার দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে।'

সোমবার SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় বেজায় ক্ষুব্ধ রাজ্য। আর সেই পরিস্থিতিতে তাদের হাতে এসেছে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়। এই আবহে ঘুরপথে কমিশনকে তির অভিষেকর। দিল্লি টাকা না মেটালে ফের আন্দোলনের হুঁশিয়ারির পাশাপাশি অভিষেক লিখেছেন, 'জমিদাররা ভোটেও হেরেছে, কোর্টেও হেরেছে। কিন্তু আমি জানি, এরপরেও তাঁরা কমিশন ও ইডি-র সমর্থনে নিজেদের খেলা খেলে যাবে। তবে তাঁদের এটাও মাথায় রাখা প্রয়োজন জনগনের আহ্বানের থেকে বড় কোনও শক্তি নেই। ওদের এখনই সেই শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন, না হলে ছাব্বিশের ময়দানে আরও বড় পতনের সম্মুখীন হতে হবে।' অবশ্য ১০০ দিনের কাজে বেনিয়ম যে হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে এখনও অনড় বিজেপি। তাঁদের দাবি, আদালতও অভিযোগে মান্যতা দিয়েছে। এদিকে পুনরায় কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের জন্য আস্তিন গোটাচ্ছে তৃণমূল।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

an underworld deity connected like with the corpse and the seed-corn buried beneath the earth" (দেবীপ্রসাদ ভারতীয় দর্শন ৭২)।

অর্থাৎ যেভাবে মৃতদেহ ও বীজ উভয়েই মাটির নিচে চাপা থাকে, সেভাবে এই মাতৃকা উর্বরতাসূচক,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সোমবার কমিশন SIR ঘোষণা করার পরেই হুঙ্কার দিলেন কুনাল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- কুনাল ঘোষের স্পষ্ট ঘোষণা, SIR এর নামে একজন বৈধ ভোটার বাদ গেলে এক লক্ষ মানুষকে নিয়ে দিল্লিতে ঘেরাও করা হবে নির্বাচন কমিশনের অফিস। বোঝা যাচ্ছে, SIR নিয়ে তৃণমূল কিছুটা শঙ্কিত। এদিন কমিশনের ঘোষণার পর সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল বলেন, "কমিশনের ঘোষণার মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখছে। কিন্তু, আমরা দুটো জিনিস স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। এক, নির্ভুল ভোটার তালিকা। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তা সবসময় চেয়েছে। ফলে আমরা নির্ভুল ভোটার তালিকার সমর্থক। যখন অন্য রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে কপি পেস্ট করে আমাদের রাজ্যে ভোটার তালিকায় বসানো হয়েছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।" এরপর তৃণমূলের দ্বিতীয় পয়েন্টের কথা উল্লেখ করে কুণাল বলেন, "একজন বৈধ ভোটার কিংবা একজন বৈধ নাগরিককে যদি বাদ দেওয়া হয় বা হয়রান করা হয়, তাহলে প্রতিবাদ করা হবে।"

এর পরেই কুনাল ঘোষ একহাত নেন বিজেপির উপর। তৃণমূল প্রথম থেকেই বলে আসছে যে SIR আসলে বিজেপির ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার এক কৌশাল। একইসঙ্গে বাংলার মানুষকে কুণালের আবেদন, "পাশাপাশি আমরা বাংলার মানুষকে বলব, জানি আপনারা বিজেপির উপর বিরক্ত। জানি, এর মধ্যে হয়রানি, বাদ দেওয়ার চেষ্টা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু, যদি কারও কোথাও কোনও সমস্যা বলে মনে হয়, কেউ কোনওরকম আইন বহির্ভূত বিজেপির প্ররোচনায় পা দেবেন না। তৃণমূল কংগ্রেস কোনও হিংসাত্মক প্রতিবাদ সমর্থন করবে না। যদি কোথাও কাউকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়, যদি দেখা যায় মানুষকে হয়রান করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আইনি সাহায্য নিয়ে সাংবিধানিকভাবে যথাযথ প্রতিবাদ হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের উপর আস্থা রাখুন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। এমন কোনও পদক্ষেপ করবেন না, যাতে অন্য কোনও সমস্যা হয়। কারও কোনও সমস্যা হলে তৃণমূল কংগ্রেস পাশে থাকবে।"

(৩ পাতার পর)

চন্দননগরের বড়বাজার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি ৬৩ তম বর্ষে পদার্পণ – ২০২৫ উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজসেবী: উজ্জ্বল চক্রবর্তী

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উজ্জ্বল চক্রবর্তীর বক্তব্য:

বড়বাজারের জগদ্ধাত্রী পূজা কেবল একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সমাজসেবার এক অনন্য মিলনস্থল। এই পূজা চন্দননগরের মানুষকে একত্রিত করে, আমাদের ঐক্য, মানবিকতা এবং শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের সুযোগ দেয়। আমি আশা করি, এ বছরও সকলেই পূজার আনন্দ উপভোগ করবেন এবং আমাদের সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।"

প্রতি বছরের মতোই, এবারও পূজার মণ্ডপে থাকবে নানান সামাজিক উদ্যোগ, যেমন — রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দরিদ্রদের জন্য বস্ত্র বিতরণ।

এভাবে, বড়বাজার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি – ২০২৫ চন্দননগরের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নতুন রঙ যোগ করতে চলেছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
দৈনিক সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১২৭ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

শেষ ভাগ

এই সময়টিকে ঐতিহাসিক করে তোলার জন্য কাজ করে যাব।

আমার প্রিয় দেশবাসীরা, সংস্কৃতের কথা শুনলেই আমাদের মন এবং মস্তিষ্কে যে ভাবনাগুলি এসে পড়ে, তা হল, আমাদের ধর্মগ্রন্থ, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, শাস্ত্র, প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম এবং দর্শন। কিন্তু এক সময়ে, এসবের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ছিল কথোপকথনেরও ভাষা। সে যুগে অধ্যয়ন এবং গবেষণা সংস্কৃতেই করা হত।

সংস্কৃত ভাষাতেই নাটকের মঞ্চায়ন হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, পরাধীনতার সময়কালে, এবং স্বাধীনতার পরেও সংস্কৃত ভাষা দীর্ঘদিন ধরেই উপেক্ষার শিকার হয়ে এসেছে। এই কারণেই তরুণ প্রজন্মের কাছে সংস্কৃতের আকর্ষণও ক্রমশই কমে এসেছে। কিন্তু বন্ধুরা , এখন সময় বদলাচ্ছে, সেইসঙ্গে সংস্কৃতেরও সময় পরিবর্তন হচ্ছে। সংস্কৃতি এবং সামাজিক মাধ্যমের এই দুনিয়া সংস্কৃত ভাষাকেও নতুন প্রাণবায়ু জুগিয়ে চলেছে। ইদানিং সংস্কৃতকে নিয়ে তরুণদের অনেকেই খুব আকর্ষণীয় কাজকর্ম করছেন। আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় গেলে বেশ কিছু রিলস দেখতে পাবেন, যেখানে তরুণদের সংস্কৃত ভাষায়, বা সংস্কৃতের সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে দেখা যাবে। অনেকে তো নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে সংস্কৃত শেখাচ্ছেনও। এমনই একজন যুবক কনটেন্ট ক্রিয়েটর হলেন ভাই যশ সালুঙ্কে। যশের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কনটেন্ট ক্রিয়েটারও বটে আবার সেইসঙ্গে ক্রিকেটারও। সংস্কৃতে কথা বলতে বলতে তাঁর ক্রিকেট খেলার রিল দর্শকদের দারুন পছন্দ হয়েছে। আপনারা শুনুন –

বন্ধুরা, কমলা ও জাহ্নবী - এই দুই বোনের কাজও চমৎকার। এই দুই বোন অধ্যাত্মবাদ, দর্শন ও সঙ্গীত বিষয়ক কনটেন্ট বানায়। ইনস্টাগ্রামে আরো এক যুবকের চ্যানেল আছে - "সংস্কৃত ছাত্রোহম"। এই চ্যানেল যে যুবাবন্ধুরা চালান ,তারা সংস্কৃত সম্বন্ধীয় তথ্য তো দেনই, পাশাপাশি সংস্কৃতে হাস্যরসের video বানান। সংস্কৃতে এই ধরনের video-ও তরুণ প্রজন্ম খুব পছন্দ করে। আপনাদের মধ্যে অনেক বন্ধুই সমষ্টির video-ও নিশ্চয়ই দেখেছেন। সমষ্টি সংস্কৃতে নিজের গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রস্তুত করে। আরেক যুবক আছেন -

ভাবেশ ভীমনাথনি। ভাবেশ সংস্কৃত শ্লোক, আধ্যাত্মিক দর্শন ও সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলে।

বন্ধুরা, ভাষা যেকোনো সভ্যতার মূল্য ও পরম্পরার বাহক। সংস্কৃত এই কর্তব্য হাজার হাজার বছর ধরে পালন করে এসেছে। এটা খুবই আনন্দের যে এখন সংস্কৃতের জন্যও কিছু যুবা নিজ কর্তব্য পালন করছেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এবার আমি আপনাদের একটু ফ্ল্যাশব্যাকে নিয়ে যাব। আপনারা কল্পনা করুন বিংশ শতকের সেই সূচনাকাল । তখন বহু দূর পর্যন্ত স্বাধীনতার কোন আশা নজরে আসছিল না। সমগ্র ভারতে ইংরেজরা শোষণের সব সীমা পার করেছিল, আর সেই সময়ে হায়দ্রাবাদের দেশপ্রেমী মানুষদের প্রতি দমন পীড়ন আরো ভয়ানক ছিল। তারা ক্রূর ও নির্দয় নিজামের অত্যাচার সহ্য করতেও বাধ্য হচ্ছিলেন। দরিদ্র, বঞ্চিত ও জনজাতি সম্প্রদায়ের ওপর তো অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না। তাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হতো, একইসঙ্গে বড় অংকের করও ধার্য করা হতো। এমনকি যদি সেই অন্যায়ের কেউ প্রতিবাদ করতো তাহলে তার হাতও কেটে নেওয়া হতো।

বন্ধুরা , এই কঠিন সময়ে প্রায় কুড়ি বছরের এক নব্যযুবা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ এক বিশেষ কারণে আমি সেই যুবকের বিষয়ে আলোচনা করছি। তাঁর নাম বলার আগে আমি তার বীরত্বের কথা আপনাদের বলব। বন্ধুরা, সেই সময় যখন নিজামের বিরুদ্ধে একটা শব্দ বলাও অপরাধ ছিল,তখন সেই যুবক নিজামের এক পদস্থ কর্মচারী সিদ্দিকীকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। নিজাম সিদ্দিকীকে কৃষকদের ফসল বাজেয়াপ্ত করার জন্য পাঠিয়েছিল, কিন্তু অত্যাচারবিরোধী সেই সংঘর্ষে ওই যুবক সিদ্দিকীকে মৃত্যুর ঠিকানায় পৌঁছে দেন এবং তিনি গ্রেফতারি এড়াতেও সফল হন। নিজামের অত্যাচারী পুলিশের থেকে বেঁচে সেই যুবক সেখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে অসমে পৌঁছন।

বন্ধুরা, আমি যেই মহান মনিষীর কথা বলছি তার নাম কোমরম ভীম (Komaram Bheem)। এই ২২শে অক্টোবর তার জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। কোমরম ভীমের আয়ু খুব দীর্ঘ ছিল না। তিনি মাত্র 40 বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু নিজের জীবদ্দশায় তিনি অগণিত মানুষের, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের হৃদয়ে অনপনেয় ছাপ রেখে গিয়েছেন। নিজামের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছিলেন, সেই সব মানুষদের মধ্যে তিনি নতুন শক্তির সঞ্চার করেন। তাঁর রণনৈতিক কৌশলের জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিজামের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তিনি খুব বড় বিপদ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪০ এ নিজামের লোকজন তাঁকে হত্যা করে। তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন ওঁর সম্বন্ধে যত বেশি সম্ভব জানার চেষ্টা করে। কোমারম ভীমজি কে আমার বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। উনি চিরকাল মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন।

বন্ধুরা, আগামী মাসের ১৫ তারিখ আমরা 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' উদযাপন করব। এই দিনটি ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মতিথির শুভক্ষণ। আমি ভগবান বিরসা মুন্ডার প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। দেশের স্বাধীনতার জন্য, জনজাতি সম্প্রদায়ের অধিকারের জন্য উনি যে কাজ করেছেন তা অতুলনীয়। এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি ঝাড়খণ্ডের ভগবান বিরসা মুন্ডার গ্রাম উলিহাতু পরিদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি ঐ স্থানের মাটি আমার কপালে লাগিয়ে প্রণাম জানিয়েছিলাম। ভগবান বিরসা মুন্ডাজি এবং কোমারম ভীমের মতো, আমাদের জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও অনেক মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমার অনুরোধ যে আপনারা ওঁনাদের সম্পর্কে অবশ্যই পড়ুন। আমার প্রিয় দেশবাসী, "মন কি বাত" এর জন্য আমি আপনাদের কাছ থেকে অসংখ্য বার্তা পাই। এই বার্তাগুলির মধ্যে অনেকেই তাঁদের চারপাশে প্রতিভাশালী ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। আমি বার্তা গুলি পড়ে খুব আনন্দিত হই যে আমাদের ছোট শহর, শহরতলী এবং গ্রামেও উদ্ভাবনী ধারণার ওপর কাজ হচ্ছে। যদি আপনার জানা এমন ব্যক্তি বা সংগঠন থাকে, যারা সেবার মনোভাব নিয়ে সমাজকে পরিবর্তনের কাজে নিয়োজিত, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানান।

আমি আপনাদের বার্তার জন্য সর্বদা অপেক্ষা করে থাকব । আগামী মাসে, আমি, 'মন কি বাত' এর আরও একটি পর্বে কিছু নতুন বিষয় নিয়ে মিলিত হব , ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

সিনেমার খবর

দীপাবলিতে স্বপ্নের বাড়িতে উঠছেন রণবীর-আলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

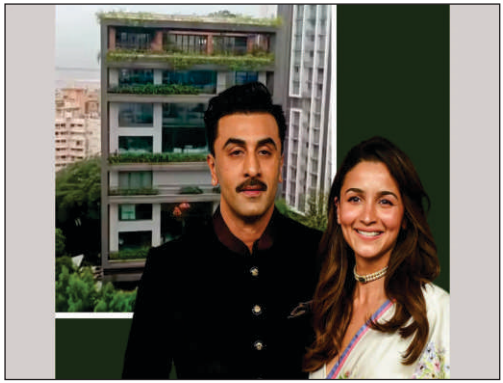

প্রায় দুই বছর ধরে নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি করেছেন বলিউডের তারকা দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। দীপাবলির দিনেই গৃহপ্রবেশ করার কথা তাদের। নিজেদের নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে বেশ কিছু অতিথি আপ্যায়ন করবেন তারা। কিন্তু অনুষ্ঠানের আগেই একাধিক সতর্কবার্তা দিয়েছেন তারকাদম্পতি।

মুম্বাইয়ের পালি হিল এলাকায় রণবীর-আলিয়ার ছয়তলা বাড়ি ইতিমধ্যেই নজির গড়েছে। এর চেয়ে বেশি দামের বাড়ি নাকি দেশের আর কোনও তারকার নেই, এমনটাই জানা গেছে।

এমনকি, শাহরুখ খানের বাড়ি 'মান্নাত'কেও ছাপিয়ে গেছে রণবীর ও আলিয়ার নতুন বাসস্থান। বাড়িটির দাম এই মুহূর্তে ২৫০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে। মুম্বাইয়ের বান্দ্রার পালি হিল এলাকায় এই বাড়িটি আদতে রাজ কাপূর ও কৃষ্ণা রাজ কাপূরের বাড়ি। আশির দশকে এটি ঋষি কপূর ও নীতু কপূরকে লিখে দিয়েছিলেন তাঁরা।

সেই বাড়িই উত্তরাধিকার সূত্রে এখন রণবীর ও আলিয়ার হাতে এসেছে। বাড়ির অন্দরের ছবি তারকাদম্পতির অনুমতি ছাড়াই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। তাতেই বেশ বিরক্ত হন আলিয়া।

তাই নিমন্ত্রণপত্রে তারকাদম্পতি লেখেন, "দীপাবলির সময় আমরা জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছি। সকলকে অনেক ধন্যবাদ এভাবে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আশা করছি, আগামী দিনে আমরা আমাদের পরিবারের গোপনীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হব। সকলকে ভালবাসা ও শুভেচ্ছা।"

কারিনার সাথে দাম্পত্যে সুখী সাইফ, তবু অমৃতার স্মৃতিতে বারবার ফিরে যান

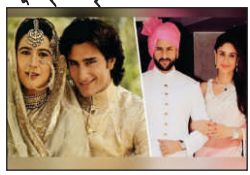

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান জানিয়েছেন, স্ত্রী কারিনা কাপুর–এর সঙ্গে সুখী সংসার করলেও প্রাক্তন স্ত্রী অমৃতা সিং–কে এখনো ভুলতে পারেননি তিনি। সম্প্রতি অভিনেত্রী কাজল ও টুইঙ্কেল খান্না–র সঞ্চালনায় এক অনুষ্ঠানে এসে এমন খোলামেলা মন্তব্য করেন সাইফ।

সাইফ বলেন, অমৃতা তার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। চলচ্চিত্রজগতে নিজের পথ চিনে নিতে অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন অমৃতা সিং। নায়কের ভাষায়, "এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমার চলার পথটা কেমন হতে পারে, সেটা বুঝতে সাহায্য করে অমৃতা। তার অবদান ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে কিছু পরামর্শ আমার কাজে লাগেনি।"

আলোচনার একপর্যায়ে কাজল মজা করে বলেন, "তোমাকে তো ভালোই মানুষ করেছে!" জবাবে সাইফ হেসে বলেন, "ঠিক তাই, সন্তানদের ভালো মানুষ করেছে। সেই কারণেই আজও ওকে মনে পড়ে।"

বর্তমানে অমৃতার সঙ্গে সম্পর্কের অবস্থা নিয়ে সাইফ জানান, এখন তাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে, যদিও যোগাযোগ খুব বেশি হয় না। তার ভাষায়, "সুসম্পর্ক আছে, তবে কথা হয় শুধু বিশেষ সময়ে—যেমন আমি অসুস্থ হলে।"

১৯৯১ সালে নিজের চেয়ে ১২ বছরের বড় অমৃতা সিং–কে বিয়ে করেছিলেন সাইফ আলি খান। তাদের সংসারে দুই সন্তান—সারা আলি খান ও ইব্রাহিম আলি খান। কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ঘটে বিচ্ছেদ। পরে ২০১২ সালে সাইফ বিয়ে করেন কারিনা কাপুর–কে, যাঁর সঙ্গে বর্তমানে তাঁর সুখের দাম্পত্য জীবন চলছে।

মা হলেন পরিণীতি চোপড়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিয়ের দুই বছরের মাথায় মা হলেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। রবিবার দিল্লির একটি হাসপাতালে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য রাঘব চাড্ডার স্ত্রী।

সামাজিক মাধ্যমে যৌথ বিবৃতি শেয়ার করে সন্তানের আগমনের খবর জানান পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা।

বিবৃতিতে পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা লিখেছেন, অবশেষে তিনি এখানে এসেছেন। আমাদের ছেলে হয়েছে। আমরা আক্ষরিক অর্থে আগের জীবনকে স্মরণ করতে পারি না! আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। প্রথমে আমরা একে অপরকে পেয়েছিলাম, এখন আমাদের সবকিছু রয়েছে।

সন্তান আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুভেচ্ছায় ভাসছেন পরিণীতি-রাঘব। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডে, কৃতি শ্যাননসহ আরও অনেক তারকা।

এর আগে শনিবার শ্বশুরবাড়ি দিল্লিতে পৌঁছান অন্তঃসত্ত্বা পরিণীতি। রবিবার সকালে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে রাজস্থানের উদয়পুরের লীলা প্যালেসে রাজকীয় আয়োজনে বিয়ে সারেন পরিণীতি ও রাঘব। গত আগস্ট মাসে পরিণীতি ও রাঘব জানিয়েছিলেন, শিগগিরই তাদের প্রথম সন্তান আসতে চলেছে। আজ তাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হলো।

‘আমি এখন আগের থেকেও বেশি ফিট’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন শুধুই এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন তিনি। ২২৪ দিন পর ভারতের জার্সি গায়ে খেলতে নামছেন বিরাট কোহলি। পার্থে প্রথম এক দিনের ম্যাচের আগে কোহলি জানালেন, এখন আগের থেকেও বেশি ফিট তিনি। ভারতের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর ও প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে কী বার্তা দিলেন কোহলি?

পার্থে খেলা শুরু হওয়ার আগে ‘ফক্স স্পোর্টস’-এ অ্যাডাম গিলক্রিস্ট ও রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন কোহলি। সেখানেই শাস্ত্রী তার ফিটনেস ও মানসিক অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করেন। দু’টি ফরম্যাট ছেড়ে দেওয়ার পর শুধুমাত্র একটি ফরম্যাটের জন্য নিজেকে তৈরি রাখা কতটা কঠিন, সেই প্রশ্ন করেন শাস্ত্রী।

জবাবে কোহলি বলেন, “গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রামই পাইনি। আমিই বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি আইপিএলও খেলেছি। তাই এই বিশ্রাম আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানসিক ভাবে নিজেকে তরতাজা রাখতে খুব সুবিধা হয়েছে।”

বিশ্রাম নিলেও শারীরিকভাবে যে তিনি এখনও আগের মতোই রয়েছেন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন কোহলি। তিনি বলেন, “এই সিরিজের আগে নিজেকে শারীরিকভাবে তৈরি রাখাটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লন্ডনে যে সময় কাটিয়েছি সেটা কাজে লাগিয়েছি। আমি এমন একজন ক্রিকেটার, যে প্রস্তুতি ছাড়া খেলতে নামে না। এই সিরিজেও সেটাই দেখা যাবে। আমি তৈরি। শারীরিকভাবে এখন আগের থেকেও বেশি ফিট।”

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দল ঘোষণার সময় ভারতের নির্বাচক প্রধান আগরকর জানিয়েছিলেন, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে যে কোহলি ও রোহিত খেলবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে জল্পনা চলছে, অস্ট্রেলিয়াতেই দেশের জার্সিতে শেষ সিরিজ খেলে ফেলতে পারেন তারা। যদিও কোহলি স্পষ্ট করে দিলেন, শারীরিক ভাবে তৈরি তিনি। তার ফিটনেস নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। এই বার্তার পর ফিটনেসের কারণ দেখিয়ে কোহলিকে দলের বাইরে রাখতে সমস্যায় পড়বেন আগরকর, গম্ভীরেরা।

এই অস্ট্রেলিয়াতেই তারকা হয়েছিলেন কোহলি। এই দেশে বহু স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে তার। টেস্টে কোহলির শেষ শতরানও এই মাঠেই। সে কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গিলক্রিস্ট। অস্ট্রেলিয়ায় খেলার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন কোহলি নিজেও।

তিনি বলেন, “অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে সব সময় ভাল লাগে। এখানে খেলা কঠিন। অনেক লড়াই লড়েছি। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরা সব সময় আপনাকে চাপে রাখবে। কিন্তু ভাল খেললে দু’হাত তুলে হাততালিও দেবে। এখানে খেলার অভিজ্ঞতাই আমাকে কোহলি বানিয়েছে।”

ট্রেন্টের বিদায়ের ধাক্কা সামলাতে পারছে না লিভারপুল

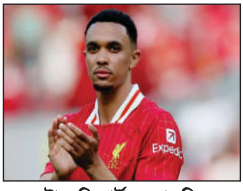

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জয়ের পর এ মৌসুমে দলকে আরও শক্তিশালী করতে ইউরোপের সেরা কয়েকজন ফুটবলারকে দলে টেনেছিল লিভারপুল।

আর্নে স্লটের নেতৃত্বে ‘দ্য রেডস’ গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে প্রায় ৪১৬.২ মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে—যা ওই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। দলে যোগ দেন আলেকজান্ডার ইসাক, ফ্লোরিয়ান ভার্টজ এবং হুগো একিতিকে।

তবে এত বড় বিনিয়োগের পরও এখন কিছুটা চাপের মুখে লিভারপুল। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচে হেরেছে তারা। যদিও দলটি এখনো লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে, তবুও রবিবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে প্রশ্ন উঠছে, কী হচ্ছে লিভারপুলে?

নতুন খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করতে সময় লাগাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মনে হচ্ছে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের রিয়াল মাদ্রিদে চলে যাওয়া দলের ভারসাম্যে প্রত্যাশার চেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছে।

রক্ষণে কিছু প্রশ্ন থাকলেও, ক্লাবের হয়ে ১৮ গোল ও ৬৪টি অ্যাসিস্ট দেওয়া এই ২৭ বছর বয়সী খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি শুধু মাঠেই নয়, দলের সামগ্রিক খেলায়ও প্রভাব ফেলছে।

টি-টোয়েন্টিতে বিশ্ব রেকর্ডের সামনে দাড়িয়ে বাবর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ফের মাঠে নামছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। তার সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ছিল ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে, সে ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০৬ রান করেও পাকিস্তান হার এড়াতে পারেনি।

আজ তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাবরের প্রতিপক্ষ আবারও দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচটি রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে।

বর্তমানে বাবর আজম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৪,২২৩ রান করেছেন ১২১ ইনিংসে। সর্বোচ্চ রানধারী ভারতের সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মা ১৫১ ইনিংসে করেছেন ৪,২৩১ রান। অর্থাৎ মাত্র ৯ রান করলেই বাবর রোহিতকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের শীর্ষে উঠবেন। এবং তা ৩০ ইনিংস কম খেলেই।

বাবর আজমের পারফরম্যান্স রোহিত শর্মার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, বাবরের ব্যাটিং গড় ৩৯.৮৩, যা রোহিতের ৩২.০৫-এর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। স্ট্রাইক রেটের দিক থেকে রোহিত এগিয়ে আছেন

১৪০.৮৯-এর সঙ্গে, বাবরের স্ট্রাইক রেট ১২৯.২২। সেঞ্চুরির সংখ্যা রোহিতের দিকে বেশি, ৫টি সেঞ্চুরির বিপরীতে বাবরের তিনটি। তবে ফিফটির ক্ষেত্রে বাবর রোহিতকে ছাড়িয়ে ৩৬টি ফিফটির অর্জন করেছেন, যেখানে রোহিতের ফিফটির সংখ্যা ৩২টি।

তৃতীয় স্থানে আছেন ভারতের বিরাট কোহলি, তিনি ১১৭ ইনিংসে ৪,১৮৮ রান করেছেন। কোহলির ব্যাটিং গড় শীর্ষ পাঁচের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৮.৬৯।

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। তাই বাবর আজমের কাছে শীর্ষস্থানে উঠে যাওয়ার সুযোগ যথেষ্ট। মাত্র ৯ রান করলেই তিনি ইতিহাসে নাম লেখাতে পারবেন এবং বিশ্বের অন্যতম সেরা টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান হিসেবে আরও এক ধাপ এগোবেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR